R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P.e.-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন নং-264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৬ বর্ষ
৫০ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১৭।
১২ই মে, ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

কং জোট না হওয়াই আমাদের সম্ভাবনা প্রবল – মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনের সালতামামি নিয়ে প্রশ্ন করলে সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য বর্তমান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান – "১৯৮০ থেকে ৮৫ জঙ্গিপুর পুর ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। রাজনীতির পালাবদলে কোন পক্ষই সুস্থভাবে পুরসভা চালাতে পারেনি। কখনও পরমেশ পাণ্ডে, চেয়ারম্যান আবার কখনও তাকে ল্যাঙ মেরে হরিপ্রসাদ মুখার্জী (মটর বাবু) চেয়ারম্যান। আবার এক সময় চেয়ারম্যানের দাবিদার একদিকে পরমেশ পাণ্ডে অন্যদিকে দিলীপ সাহা। সভা চালাতে গিয়ে কুরসি নিয়ে টানাটানি। কেউ চেয়ার দখল করলে অন্য জন টেবিল দখল করে তার ওপর বসেই দায়িত্বভার পালন করেছেন। এই টালমাটাল অবস্থায় কংগ্রেসের কমিশনাররা পুরসভা বয়কট করে। এরপর ৯০ থেকে আজ পর্যন্ত চেয়ারম্যান আমি।" মৃগাঙ্ক বলেন – "আমার আমলে কি হয়েছে না হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না। তবে আগামীতে পুরসভার বহু কাজ সামনে আছে। মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ভাগীরথীর চরে পলিটেকনিক কলেজ শুরুর মুখে। রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমোদন চলে এসেছে। কলেজ বিল্ডিং তৈরী না হওয়া পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ 'ভাগীরথী লজ' ও জঙ্গিপুর 'কিছুক্ষণ লজ' -এ এর কর্মযাত্রা শুরুর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জঙ্গিপুর পারে ফায়ার বিগ্রেডের জমি নিয়ে সরকারী প্রক্রিয়া চলছিল। তার সময় পাড় হয়েছে। পি.ডব্লু.ডি-র হাতে জমি হস্তান্তর করাও হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে ভাগীরথী থেকে জল উত্তোলন করে শুধু মাত্র রঘুনাথগঞ্জ শহর এ আশপাশ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পুর নির্বাচনে এবার জয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার তিনবারের পুর প্রধান এবং পাঁচবারের কাউন্সিলার সফর আলী এবার কংগ্রেস প্রার্থী হতে পারায় ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তাফা দিয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে নির্দল গোঁজ প্রার্থীও দাঁড় করিয়েছেন। ৪ নং ওয়ার্ডে দুই-জা'য়ের মধ্যে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হচ্ছে। সিপিএমের বর্ত্তমান কাউন্সিলর কালু মহালদারের স্ত্রী সুমেরা বিবি সিপিএম থেকে ও কংগ্রেস এ আসনে প্রার্থী করেছে কালু মহালদারের ভায়ের স্ত্রী খালেদা বেগমকে। ১৭ নম্বর আসনটি নিয়ে আর.এস.পি. ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে কাজিয়া চরমে। গতবারও ঐ আসনে বাম ঐক্য হয়নি। এই আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী করেছেন শিবশঙ্কর সিনহার স্ত্রী বসুমতী সিংহকে। আরএসপির প্রার্থী মণিকা সিংহ। তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ডাঃ নুর ইসলামের স্ত্রী মর্জিনা বিবিকে। এই ওয়ার্ডে ত্রিমুখী লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এক কথায় বামফ্রন্ট-ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর ভোটে কোন্ ওয়ার্ডে কে প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন – শেরিনা বেগম (সিপিএম) মোমেনা বিবি (কংগ্রেস), নাসরাত বেগম (তৃণমূল), নাদিরা (নির্দল)। ২নং ওয়ার্ডে=মোজাহারুল ইসলাম (সিপিএম), মহঃ ইব্রাহিম সেখ (কংগ্রেস), সেখ কারেজ (তৃণমূল), হাসমাতুল্লা খান (নির্দল)। ৩নং ওয়ার্ড–আব্দুস সাত্তার (সিপিএম), আলিমুদ্দিন সেখ (কংগ্রেস), সেখ সালাউদ্দিন (তৃণমূল)। ৪নং ওয়ার্ড - সাবিনা ইয়াসমিন (সিপিএম), সীমা বিবি (কংগ্রেস), সুফিয়া বেগম (তৃণমূল)। ৫নং ওয়ার্ড সঞ্জীব মণ্ডল (কং), আমিরুল ইসলাম (তৃণমূল), স্নেহাশীষ ধর (আর.এস.পি) শ্যামল সাহা (বিএসপি), (শেষ পাতায়)

অধীরের আম দরবার মানুষকে সেভাবে টানলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেস জেলা সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর গত ১০ মে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে পথসভা করার কথা থাকলেও তা হয়নি। ঐদিন সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চের নিচে ডাকা আম দরবারে সে ধরনের মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। সচেতন নাগরিকদের জমায়েতে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়। আম জনতার দরবারে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা প্রশ্নের পরিবর্তে বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক রকম নালিশ জানিয়েছেন মাত্র। ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন এসেছে, সার্বিক উন্নয়ন বা আগামী পরিকল্পনা সেখানে ব্রাত্য ছিল।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১৭

আত্মশুদ্ধি বড় প্রয়োজন

দেশে জন্মিলে দেশ আপনার হয় না, দেশকে ভালবাসতে হয়, তাহাকে আপনার আপনজন, আত্মার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে হয়। তবেই দেশ আপনার হয়। দেশের সুখ দুঃখ অর্থাৎ দেশের মানুষদের সুখ দুঃখকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শেখাই হইতেছে দেশপ্রেম। দেশের মানুষের নিকটে দেশ হইতেছে জননীস্বরূপা। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের স্তন্য দিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। আর দেশ জননী তাহার সন্তানদের আপনার বুকের উপর স্থান দিয়া পরিপোষণ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রতি যেমন সন্তানের কর্তব্য থাকিয়া যায় দেশ জননীর প্রতিও তেমনি কর্তব্য এবং ঋণ থাকে দেশবাসী সন্তানদের। গর্ভধারিণী মাতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ দেশের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমান অপরিশোধ্য। গর্ভধারিণীর মত দেশ মাতৃকার প্রতি সর্ববিষয়ে যত্নবান হওয়া সন্তানসন্ততিদের অবশ্য কর্তব্য। মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই ভারতভূমি ছিল শাপভ্রষ্টা অহল্যার মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী। শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে একপ্রাণ একতা লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল আনিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল কত শত শহীদ বীর সন্তানেরা। সেদিন মুক্তির সোপানতলে শত কত প্রাণ উৎসর্গিত হইয়াছিল। চলিয়াছিল রাত্রির তপস্যা। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে দেশের মানুষের কাছে দেশ ছিল সব কিছুর উপরে। তাহার জন্য অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বিপদকে বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে মৃত্যুপাশ আপন গলায় পরিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত প্রাণের চাইতে ত্রাণ বড়। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকার সুখ নাই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের মানুষ বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আবার কেহ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া রজ্জুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গাহিয়াছে জীবনের জয়গান।

আজ ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো বীর শহীদের কথা বার বার মনে পড়ে। লজ্জা হয় – আমরা তাহাদের উত্তরসুরী বলিতে। কাঙ্খিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা কতজন নিবেদিত প্রাণ হইতে পারিয়াছি ? দেশকে ভালো না বাসিয়া নিজেকে, নিজের স্বার্থকে ভালো বাসিয়াছি। দেশপ্রেমের মিথ্যা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আপন আপন স্বার্থের সেবা করিয়া চলিয়াছি। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, সন্ত্রাসের নামে, প্রাদেশিকতার নামে এই দেশের মানুষ আমরা আজ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত, কলঙ্কিত করিয়া চলিয়াছি। স্বার্থপরতার, ক্ষমতা লোলুপতার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকা আজ একপ্রকার বলিপ্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা কি একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কত প্রাণের মূল্যে কেনা হইয়াছে জননীর বন্ধন মুক্তি ? দেশবাসীর চিত্তলোকের অগ্নি শুদ্ধির শপথ লইবার দিন কবে আসিবে।

রত্নাকর থেকে ললিত বন্ধুভাগ্য না দুর্ভাগ্য

– কৃশানু ভট্টাচার্য্য

সংবাদপত্রে সংবাদ শিরোনাম – 'ললিতমোদি সংঙ্গীহীন'। ভাবখানা এমন যে সবসময় বিপাকে পড়লে সঙ্গীরা পাশে থাকে। আরে আমাদের মহাকাব্যেই তো রয়েছে – দস্যু রত্নাকার লুঠ করে আর লুঠের টাকায় সংসার পালান করে। কিন্তু তার পাপের বোঝার ভাগ নিতে না বাবা, না মা, না স্ত্রী কেউ রাজী হয় নি। সে তো ছিল সত্যযুগের কাল। এখন তো ঘোর কলি, যা সত্য যুগেই হয় নি, কলিকালে তার আশা করে কোন্ হতভাগা।

ললিত মোদি নিঃসঙ্গ - স্বাভাবিক। যতই এক মন্ত্রীর মেয়ে জামাইকে আশ্রয়ের সত্ত্ব দাও না কেন, এক মন্ত্রীর মেয়েকে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব দাও না কেন ওরা সবাই এখন সামনে আইনের আর সততার গানই গাইবেন। তিন বছর ধরে যারা অন্য কিছু কান বা না কান বহাল তবিয়তে বিনা ভাড়ায় বিমান ভ্রমণ বিলাসবহুল হোটেলে খানা এবং থাকা এবং মাঝে মধ্যেই জন মাধ্যমে হাসিখুশী ছবি তুলে নিজেদের কে জনপ্রিয় করে ফেললেন তারাও আপাতত হাজতবাসের দিংক নিদেনপক্ষে কেচ্ছার ভাগীদার হবেন কেন ? তারা তাই আপ্তবাক্য স্মরণ করে পলায়নেই দীর্ঘজীবন লাভ করবেন – এটা তো বলাই বাহুল্য।

একটু সত্য সবাই বোঝে। দুর্নীতি কখনো একা করা যায় না। যদিও ধরা পড়ে একজন। ভারতীয় রাজনীতিতে সম্ভবতঃ সবচেয়ে কলঙ্কিত প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাত'ও একা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না। ছিলেন কল্পনাথ রাই এছাড়াও একাধিক বড় মাছের আমলারও। নানান কেলেঙ্কারী – লখুভাই পাঠক প্রতরণা মামলা, ইউরিয়া কেলেঙ্কারী। কোনও মন্ত্রীর বাড়ী থেকে পাওয়া গেল বস্তা বস্তা নোট আর কয়েন। শেয়ার দালাল সাংবাদিক সম্মেলন করে দেখিয়ে দিলেন কোন মডেলের ব্যাগে প্রধানমন্ত্রীকে এক কোটি টাকা ঘুষ তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন তারপর ? বেচারা প্রধানমন্ত্রীর গদি গেল। নিয়মিত হাজিরা দিতেন বিজ্ঞানভবনের বিশেষ আদালতে। তারপর একদিন রাষ্ট্রীয় শোক, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, আরে ওটা তো প্রায়ই রোজই অর্দ্ধেক নেমে অধোবদন হয়। সাংসদ কেনাবেচা সে নরসিমা রাও করেছিলেন, সোনিয়া মনমোহনও করেন। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা। মনমোহন পড়েন নি, নরসিমা পড়েছিলেন। আর ধরা পড়লেই অন্য কোনো শাস্তি না পেলেও নিঃসঙ্গতা সাজা পেতেই হবে।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

পিতা, পুত্রীকে

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সাবিত্রীতুল্যেষু দিয়া মা,

যাক, শুধু মোবাইলের গণ্ডুষে যে পেট ভরে না এতদিনে বুঝলি। লিখেছিস "ব..... ড়ো করে চিঠি দিও। এক আঁজলা নয় এক পুকুর।" - তা মা, পুকুরে যে পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে কতো পাঁক আর গেঁড়ি গুগ্‌লিও থাকে রে ! কত কি বলতে তো প্রাণ চায়, শ্রোতা না থাকলে জমিয়ে কি গাওয়া যায় ? এবং অবশ্যই সমজদার শ্রোতা ! ভীম পলশ্রীর গমকে গমকে যে কি সুধা, অথবা মেঘ মল্লারের গুমোট কান্নামাখা বিস্তারের যে কি ক্লান্তিহরা সুর-বাহার তা কি আধুনিক গানের দাবিদাররা কোনদিন বুঝেছে ?

আজ প্রাণ খুলে বাপ বেটিতে দু'টো কথা কই। আগে বল আছিস কেমন ? রূপা, বাবলি জামাই বাবাজীবন সবাই ভালো আছিস তো ? তোদের সেই স্পেনিয়ালটা নিশ্চয় খুব আদর খাচ্ছে ! তোদের অষ্ট্রেলিয়া শুনেছি খুবই সাজানো এবং পরিচ্ছন্ন। কুকুরটার নোংরা ফেলিস কোথায় ? চারিদিকেই নাকি ম্যানসন, ডেয়ারী আর আপেলের বাগান ! আচ্ছা, ওখানকার বুড়োরা কি পার্কে, রকে চুটিয়ে আড্ডা মারে ? বেশ জোরে হাসে ওরা ? তোর বিয়ের আগে কতবার ভেবেছি জামাই যেন এমন হয় যে কখনো

(পরের পাতায়)

ভোট ও জোট

শীলভদ্র সান্যাল

এল ভোট বাঁধ জোট ভাইরে !
এ ছাড়া বাঁচার পথ নাইরে !
সবাই ঠুকছে তাল, ভোটের পাশার চাল
দিনে দিনে কত বদলায় রে !
কোথাও নিষেধ নাই সব আজ ভাই ভাই
চাঁদমারি পেতে সব তৈরী।
কোন্ মায়া মন্ত্রে এই গণতন্ত্রে
বন্ধু হল, যে ছিল বৈরি !
সহেনা সহেনা ত্বরা, তাই বেঁধে গাঁট ছড়া
কী সে ভাব গলায় গলায় রে !
আমি থাকি তুই থাক, সবে মিলি ছাড়ে ডাক
ওরে তোরা ভোট দিবি আয়রে !
মৌচাকে মধু খেতে উঠল সবাই মেতে
নীতিজ্ঞান শিকে তুলে রাখল।
কী ব্যাকুল গরজে হায় কত সহজে
মুখে সব চুনকালি মাখল !
এই কোয়ালিশনে নাম নমিনেশনে
যে ক'রেই হোক আমার চাইরে !
এ বড় বিষম দায়, সক্কলে নিল তাই
জোট বন্ধনের এ শিক্ষা !
গদি পরমার্থ, হাতে নিয়ে পাত্র
দ্বারে দ্বারে করে ভোট ভিক্ষা !
কেউ জোট ছেড়ে যায়, পুনরায় ভিড়ে যায়,
নূতন করিয়া কষে অঙ্ক।
খোলে নব হালখাতা, লজ্জার খেয়ে মাথা
মুছে ফেলে কালিমা ও পঙ্ক !
বুঝেছি এ ঠেকে শিখে, থাকিতে হইবে টিকে
এ লড়াই বাঁচার লড়াই রে !
দেশ যাক দল থাক, তাই সব ছাড়ে ডাক
ওরে তোরা ভোট দিবি আয়রে ।।

পিতা, পুত্রীকে

(২য় পাতার পর)

প্লেনে বা জলজাহাজে কোথাও যাবে না। কপাল গুণে কি তাই হোলো ! বিয়ে দিলাম চাটার্ড এর সঙ্গে বড় জোর ব্যাঙ্গালুর, কোলকাতা, চেন্নাই – তা নয় একেবারে অষ্ট্রেলিয়া, তা আবার পনের বছর ! তোরা তো প্লেনে গেলি। সেদিন থেকে রাতের কোলকাতার আকাশে যত প্লেনের শব্দ পাই জানালার কাছে ঝাপসা চোখে চেয়ে থাকি জানিস ! মনকে বোঝায় 'যেতে নাহি দিব' বললেই তো হয় না, তো যতবার পড়শীদের কাছে বুক বাজিয়ে গল্প করি – আমার মেয়ে-জামাই ফরেনে থাকে, ততবার ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ভাবি কত বাপ মা তো দিব্যি আছে, টি.ভি.-লুডু-শেয়ার মার্কেট, এন.জি.ও., রাজনীতি এসব নিয়ে। আমি কি বড় সেকেলে হয়েই থাকলুম। তবে বাপু দেখছি তো, ভীড়ের বাড়বাড়ন্ত ঘরে বাইরে, অথচ নিজেকে একা লাগা, একটা বিষণ্নতাবোধ, অথচ ঠিক যুক্তি দিয়ে খোঁজ পাওয়া যায় না, আবার কাউকে বুঝিয়ে বলে কারো করুণা ভিক্ষা করতেও মন চাই না। এ কি বাঙালী মনস্কতা ? নানা নাটক, কাব্য" নভেল–শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কি এরকম একটা জাত তৈরী করে গেল ? সেন্টিমেন্ট অন্য দেশে নিষ্ক্রিয় কেন ?

দিয়া মা, একটা ব্যাপার খুব ভালো করে বুঝেছি – কান্না মানুষকে পবিত্র করে। আচ্ছা, আনন্দে হেসে বেশী সুখ না দুঃখে শোকেভরা প্রাণে কান্নায় বেশী আনন্দ ? কি জানি সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। রাণা তো ব্যবসার কাজে কোম্পানীর পয়সায় মাসে ৩/৪ বার সারা ভারত টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। বৌমা ছ'বছরের পোলিও গ্রস্ত বাচ্চাটাকে নিয়ে নির্বাসিতা সীতার মতো দিন কাটায়, আর তোর মা তো সিরিয়ালের পর সিরিয়াল দেখা আর হাঁটুর ব্যথা নিয়েই ব্যস্ত। জানিস, হাসির কথা মনে পড়লো। একবার আমাদের ৮% ডি.এ. বাড়লো। বেশ কয়েকশো টাকা বেশী হাতে পাওয়ার দিন, রাতে দেখি কি তোর মা গরম সরষের তেল নিয়ে বিছানায় হাজির। জোর করে দুই পা নিজের কোলে টেনে মালিশ করে দেবে ? কি কাণ্ড ! বলে তোমার যত খাটুনি ! সেদিন তেল দেওয়ায়, না তোর মায়ের মাঝে যেন আমার স্বর্গতা গর্ভধারিণীকে দেখলুম বলেই হোক অনেক দিন পর দারুণ ঘুমিয়েছিলুম রে ! শুধু ঘুমোবার আগে মনে আছে অন্ধকার বুকের হাড় পাঁজরে ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা শ্লেষ্মা চিড়ে বিরাট দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়েছিল। আর চোখের কোল দিযে দু ফোঁটা গরম নোনা জল বালিশে শুষেছিল। আর আজ ! রিটায়ার করা ৭/৮ বছর হয়ে গেল। আরো সাঁইত্রিশ বসন্ত পার করে ফেললুম সেই দিনের পর। রাতের খাবার দীনু টেবিলে সাজিয়ে দেয়। গিন্নীমা কোথায় রে বলে জিব কেটে বলে ওমা আপনি জানেন না বাবু, আজ তো ফুলমণির বিয়ে। ফুলমণি কে ? কই আমাকে তো কেউ কিছু বললো না। না বাবু, সিরিয়ালের সেই ব্লাড ক্যানসার হওয়া মেয়েটার বিয়ে গো। আজ ফাটাফাটি। আমার ফাটা পায়ে তেল আর পড়েনি। নিজে নিজে মাঝে মধ্যে দিই। কিন্তু তোর মায়ের তেলে কি যেন জাদু ছিল। মা লক্ষ্মীদের আজ খোঁড়া করে দিল ঐ টি.ভি. বাপু। সব দায়িত্ব কেড়ে নিচ্ছে। সমাজের ঘরে ঘরে এ ক্যানসারের খবরই বা ক'জন রাখে ? তুই আবার তোর মাকে কিছু ফোনে বলিস না যেন। বেচারা বাতে ভুগছে। এক সময় কত কাজ তো করেছে বল ! তোদের মানুষ করা, ঘরদোর সামাল দেওয়া ! এখন বয়স হয়েছে। ওসব সেবাটেবা এখন ভুলে যেতে হবে। রাণা বা তার ছেলে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে সাহস করবে না তাদের বৌ পায়ে তেল দিয়ে দেবে। আচ্ছা আমিও তো তোর মায়ের হাঁটুতে কতদিন মালিশ করবে লাগিয়েছি। বল দিয়েছি কিনা ! সংসারে কোন্ আগুনখোর পাখী এসে সভ্যতার নামে এক টুকরো আগুন ফেলে সব জ্বালিয়ে দিলে রে ! 'নারী স্বাধীনতা', 'পুরুষশাসিত সমাজ' যতো সব হাততালি নেওয়া ছেঁদো কথাবার্তা এটা বুঝলে না কেউ যে, উভয়েরই উভয়কে সর্বদা দরকার। ছেলেবেলায় মায়ের শাসন, মাঝ বয়সে মেয়ের মিষ্টি শাসন, বুড়োতে বৌ এর শাসন। পুরুষরাই মেয়েদের অধীন তাহলে ? আবার উল্টোটা ধর। ছোটতে বাপ, মাঝে স্বামী আর বুড়ি হলে ছেলেপুলেরাই মেয়েদের রক্ষক এবং শাসক। এতে কার কি ক্ষতি হচ্ছিল ? যা ব্যতিক্রম তা তো মান্য নয়। এক জনের কুকর্ম গোটা সমাজের ঘাড়ে চাপালে তো হবে না। সভ্য দেশে এটা আইন হলো – স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলেই ব্যস দে খোরপোষ, না হলে যা জেলে। তাতেও রক্ষে নেই, স্বামীর সঙ্গে শ্বশুড়, শাশুড়ী, দেওর, ননদ, সব চলো। অত্যাচার হয় না বলছি না। উল্টোও তো হয়। প্রেমিকের সঙ্গে মজা লুঠছে আবার স্বামীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য করছে, কত দেখছি। যাকগে এসব কথা। যুগের ভালো মন্দ সবই তো ভোগ করতে হবে। সত্যি করে বলতো এবার, তোরা কি আর ফিরবি ? রানা নাকি সিটিজেনশিপের জন্য ওখানে দরখাস্ত করেছে ? মা, বুড়ো বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে না ! মনে পড়ে, পাড়ার ফাংশনে তোর আর 'আমার সেই যৌথ আবৃত্তির কথা ? জীবনানন্দ হতে সুর চড়াতুম "কোনদিন দেখিব না তারে আমি, হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাত্রে কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান সারারাত। তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে বেনুবনে তার সন্ধান পাব নাকো !" অথবা সেই ২৫শে বৈশাখের দিন শত হাততালিতে আমাদের যুগলবন্দী – "আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো। আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমনি করে চাও গো। আজ চাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়, তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো ....।" দিয়া মা, কিছু করার নেই, জানিরে ! অসম্ভব দ্রুত গতিতে ঘুরছে পৃথিবীটা। তার গতি কাঁপন্ ধরিয়েছে আমাদের আদ্যিকালের ধ্যানধারণার বুড়ো গাছটায়। এখন দুনিয়া ছুটছে সম্পদের পেছনে সেখানে স্নেহ নাই, মমতা নাই, জীবনানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল নাই। আকাশ-বাতাস-সমুদ্র, ঝরণা,অরণ্য, নীলকণ্ঠ পাখী, পাহাড় নাই। একসঙ্গে বসে হা-হা হো-হো করে হাসতে হাসতে আড্ডা গল্প, মুড়ি বেগুনির ব্যাপারটাই নাই। রাজা গজা, সান্ত্রী মন্ত্রী তুই, আমি, সবাই ঘুর্ণিপাকে ঘুড়ে মরছি। মাঝে মধ্যে মনে হয় এবার বিলিতি কুকুর হয়ে জন্মাবো বুঝলি। কত আদর পাবো, যেখানে ফাঁকি নেই, দাবী নেই। দিতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে, নেই। তোরা সবাই কত আদর করে মাথায় চুল টেনে দিবি, কানে সুড়সুড়ি দিবি, গোটা গায়ে হাত বুলিয়ে দিবি আমি আরামে চোখ বুজে পড়ে থাকবো। অপেক্ষা করে থাকবো যে ক'দিন বাঁচি। আমরা বুড়োবুড়িও আজ যেন এস সমুদ্র ফারাকে একই বাড়ীতে বাস করি। তবু একজন চলে গেলে অপরজন বড্ড অসহায় হয়ে এক কোণায় বেঁচে থাকবে। দাঁত খিঁচোতেও কারোর সময় থাকবেনা যে। যে ছেলেটা দিন দুয়েক অডিটের কাজে বাইরে যাওয়ার সময় ছলছল চোখে তার মায়ের কাছে আমার খোঁজ নিত, এখন ক্ষণেকের তরেও আমার ঘরে আসে না।

তোর পাগলা বাপকে ক্ষমা করিস। দীনু চা দিতে গিয়ে বোধ হয় জলের ছিটে ফোঁটা লাগিয়ে দিল। ভাবিস না আবার যে আমি কেঁদেছি। আজকাল অত সহজে আর চোখে জল আসে না রে। ভেতরে রক্ত জমে। মাঝেমধ্যে ফোন করিস। যেখানে থাকিস অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িস না, মনে সরলতা ছাড়িস না, ভালো থাকিস, শান্তিতে থাকিস। আঃ বাবা।

রত্নাকর থেকে ফলিত

(২য় পাতার পর)

বঙ্গারু লক্ষণের নাম মনে আছে ? যদি মনে থাকে তবে ভাবুন অল্প কয়েকদিন দলের সভাপতি হয়ে তহেলকা কাণ্ডে টাকা নিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবন শেষ করলেন। আর জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ কিংবা জয়া জেটলীরা কিভাবে বেঁচে আছেন। আর ৭০ শতাংশ কাজ করা নেত্রীর নাম নাই বা বলা গেল।

আসলে একটা গান আছে – 'বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।' এ চেনা যে কত কঠিন এবং কতোটা ভুলভাল হয়ে যায় তা বিপদে না পড়লে টের পাওয়া যায় না। আপাতত ললিত মোদী তা বুঝতে পারছেন। আর তার বাণে বিদ্ধ আরেক পদত্যাগী শশী খারুর অবশ্য একটু বেশী ভাগ্যবান। বিপদের দিনেও প্রাক্তন মন্ত্রীর বন্ধু তাকে ছেড়ে যান নি। বোধ হয় শশীর বন্ধু চেনার ক্ষমতা ললিতের থেকে ভালো।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

পুরভোটে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএমের আঁতাতের বিরুদ্ধে মহাজোটের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভা হলে ৭ মে পৌর নির্ব্বাচনের ১৯ জন প্রার্থী ও ব্লকের সর্বস্তরের নেতা কর্মিদের নিয়ে ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা সৌমেন পাণ্ডে নির্ব্বাচনী প্রচারের সূচনা করেন। বৈঠকে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন জোট ভাঙ্গার জন্য দায়ী কংগ্রেস, সে কথা মানুষের কাছে যেমন তুলে ধরতে হবে, তেমনই মনে রাখতে হবে তৃণমূলের প্রধান রাজনৈতিক শত্রু সিপিএম। মানুষই তৃণমূলকে ১৯টি ওয়ার্ডে জেতাবে। তিনি আরও বলেন, ধুলিয়ানসহ গোটা রাজ্যে স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক পুর প্রশাসন উপহার দেবে তৃণমূল। পুরভোটে সন্ত্রাসের ছক কষছে সিপিএম। স্বেচ্ছায় কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দল থেকে মানুষ যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলে। বাংলার নব প্রজন্ম ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে পরিবর্ত্তনের পক্ষে।

জঙ্গিপুর ভোর্টে কোন্ ওয়ার্ডে কে প্রার্থী

(১ম পাতার পর)

কেতাবুল সেখ (নির্দল)। ৬ নং ওয়ার্ডে আব্দুল মালেক (নির্দল), আব্দুল গাফ্ফার (সিপিএম সমর্থিত নির্দল), মোস্তাক হোসেন (কং), সেখ মহঃ নিজামুদ্দিন (তৃণমূল), মোশাররফ হোসেন (নির্দল) ওয়ার্ড ৭ – সুবর্ণা মণ্ডল (সিপিএম), পারভিন বিবি (কং), তারিফান বিবি (তৃণমূল), মাতালি মণ্ডল (নির্দল)। ওয়ার্ড-৮-হুয়ামুন সেখ (সিপিএম), সেখ সামায়ন (কং), মন্মথ মণ্ডল (নির্দল)। ৯নং –শৈলেন মুখার্জী (সিপিএম), শান্তা সিংহ (কং), রাজকুমার দত্ত (তৃণমূল) ১০নং – শোভা মুন্দ্রা (কং), ওজেদা বেওয়া (আরএসপি, চাম্পা বিবি (তৃণমূল)। ১১ নং-জহিদুর রহমান (সিপিএম), চাঁদ মির্জা (কং), সালাতন হোসেন (নির্দল), ১২ বলরাম দাস (কং) মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য (সিপিএম), সত্যনারায়ণ সূত্রধর (তৃণমূল)। ১৩ নং - অপর্ণা হালদার (সিপিএম) ফরিদা ইয়াসমিন (কং), ডলি হালদার (তৃণমূল)। ১৪নং-সব্যসাচী দাস (সিপিএম), সমীর চ্যাটার্জী (তৃণমূল), বিকাশ নন্দ (কং), জয়দেব সাহা (বিজেপি), ১৫নং-অণিমা দাস (তৃণমূল), পম্পা দাস (কং), তীরা সরকার (সিপিএম)। ১৬ নং পলাশ কর্মকার (নির্দল), দিলীপ সিংহ (কং), গৌতম রুদ্র (তৃণমূল), সত্যজিৎ বালা. (বি.এস.পি), অশোক সাহা (সিপিআই),। ১৭ নং কাকলি শীল (বিজেপি), ইন্দ্রাণী নাথ (কং), মনীষা রুদ্র (তৃণমূল), জুঁই সরকার (ফঃবঃ)। ১৮ নং অখিলবন্ধু বড়াল (সিপিএম), সমীরকুমার পণ্ডিত (কং), দেবীরতন চক্রবর্তী (তৃণমূল)। ১৯ নং শত্রুঘ্ন সরকার (সিপিএম), বাসুদেব হালদার (কং), কার্তিক হালদার (এস.ইউ.সি.)। সিরাজ সেখ (আরএসপি), মোজাম্মেল হোসেন (তৃণমূল), কৌশিকচন্দ্র দাস (বিএসপি)।

ধুলিয়ান পুর নির্বাচনে এবার জয়ে

(১ম পাতার পর)

কংগ্রেসের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে জোরদার লড়াই। এবার সিপিএম লড়ছে মোট ১৩টি আসনে। ১৯ নম্বরে নির্দলকে সমর্থন করছে সিপিএম। আরএসপি লড়ছে ১৪, ১৭, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ফরওয়ার্ড ব্লক ৭, ১৭, ১২ (নির্দল সমর্থিত)। ৭ নং ওয়ার্ডে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী তুষারকান্তি সেন। তিনি শিক্ষিত, সমাজসেবী এবং প্রকৃত গরীব দরদী। ঐ ওয়ার্ডে তিনি সবদিক থেকে পপুলার। সুতরাং তার জেতা ১০০% সুনিশ্চিত। অপর পক্ষে বর্ত্তমান কাউন্সিলার এবারে কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। তার ভাই সুবীর সরকারকে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে। ৫ নম্বরে সিপিএমের প্রাক্তন ব্রাঞ্চ সম্পাদক আশিস সরকারকে তৃণমূল প্রার্থী করে সিপিএমকে কায়দায় ফেলেছে। ৯ নং ওয়ার্ডে সিপিএম এবার প্রার্থী করেছে পুরপ্রধান চেনবানু খাতুনের স্বামী সাফাতুল্লাকে। কিন্তু জনগণের অভিযোগ -৯ নং ওয়ার্ডের স্বয়ং চেয়ার পার্শন থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ। ১৬ নং ওয়ার্ডে সিপিএমের বর্তমান কাউন্সিলার ভাগ্যনাথ দাসকে পুনরায় প্রার্থী করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রাক্তন জনপ্রিয় কাউন্সিলার গোল মহম্মদ প্রার্থী হয়েছেন। ১০নং ওয়ার্ডের সিপিএমের বর্ত্তমান কাউন্সিলার সুন্দর ঘোষকে প্রার্থী করা হয়েছে। জনগণের কথায় তিনি আপাদমস্তক স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির মধ্যে জড়িত। ২০০৬ সালে ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর ৮২ হাজার টাকা ঠিকাদারের নিকট থেকে বামফ্রন্টের কাউন্সিলাররা আদায় করে। অপরদিকে শিশু শিক্ষা কর্মী নিয়োগের জন্য ও কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের কাউন্সিলাররা মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরী দেয়।

কং জোট না হলে আমাদের সম্ভাবনা

(১ম পাতার পর)

এই কাজে মাঝে বাধা সৃষ্টি করেন জনৈক কংগ্রেসী নেতা মঞ্জুর আলি। তার জায়গার ওপর দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে যেতে বাধা দেন। শেষে মামলা মোকর্দমা হয় এবং আমাদের পক্ষে কোর্টের রায় আসে। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী কান্দী পুরসভায় ৩২ কিলোমিটার দূর থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল এনে তিনবার করে পুর এলাকায় জল দেয়া হচ্ছে বলে গেছেন – এটা স্রেফ গল্প। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন বহরমপুর পুরসভায় জল পরিষেবা কতটা উন্নত।" মৃগাঙ্ক বলেন – "আমি জোরের সঙ্গে বলছি জঙ্গিপুর পুর এলাকার গলিঘুচিতে যেভাবে আমরা জল সরবরাহ করছি তা জেলার অন্য কোন পুরসভায় হয় না। আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন। রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীর কাজও শেষের দিকে। সেখানেও অধীর চৌধুরীর গল্প মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নানা টালবাহানায় উপেক্ষা করছি ইত্যাদি। যাইহোক সামনে অনেক কাজ বাকি। ফুলতলায় মার্কেট কমপ্লেক্স, ম্যাকেঞ্জি পার্কে স্টেডিয়াম.....।" মৃগাঙ্ক বলেন "কংগ্রেস – তৃণমূল কংগ্রেস জোট না হওয়ায় আমাদের সম্ভাবনা প্রবল। তাই এখন অপেক্ষায় দিন গোণা।"

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।